প্রথম কদম ফুল

মোনালিসা পাল

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম কদম ফুল

বৃষ্টি পড়ে ঝমঝমিয়ে
গাছের ডালে, চোখের পাতায়–
বৃষ্টি পড়ে নদীর জলে,
পাড় ভাঙে, গ্রামকে ভাসায়।
অথই জলে প্রাণ থইথই
ভাঙে নদীর কূল;
'বর্ষা' মানে তবুও আমার–
'প্রথম কদম ফুল।'

বর্ষা তুমি ঋতুর রানি
হাজার তোমার ছন্দ।
মন্দাক্রান্তা চালে হাঁটো
গায়ে কেতকীর গন্ধ।
বর্ষা তুমি ঋতুর রানি
মেঘবরন চুল–
'বর্ষা' কিন্তু আমার কাছে–
'প্রথম কদম ফুল।'

বর্ষা আসে, বর্ষা যায়
থামে না তার চলা।
মনের কোণে থাকল কথা
শেষ হল না বলা।
ভাঙল স্বপন, ভাঙল ঘুম
ভাঙল না তো ভুল–
'বর্ষা' তবু তুমি আমার–
'প্রথম কদম ফুল।'

BANGLADARSHAN.COM

উত্তরণ

তোমার জন্য কোনও কিছুই যথেষ্ট নয়।
ছবি আঁকতে গিয়ে–
        ক্যানভাস জুড়ে কাটাকুটি।
কবিতা লিখতে গিয়ে–
        শুধু শুধুই পাতা ছেঁড়া।
গান গাইতে গিয়ে–
        হঠাৎ অন্তরাতে গান থামানো।
কোনও কিছুই আজ অবধি সম্পূর্ণ হয়নি।

পূর্ণতার খোঁজে আমার গতিপথ তাই আজ–
        কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীরের দিকে

BANGLADARSHAN.COM

দুপুরবেলার স্বপ্ন

আকাশ বলল, তোমায় চাই না,
আমি নীল–তোমাকে ছাড়াই।
বাতাসেরও প্রয়োজন নেই আমাকে।

পলাশ বলল, তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বন্ধু,
তোমায় বিনা আমি আগুনরাঙা।
বসন্তেরও প্রয়োজন নেই আমাকে।

নদী বলল, তুমি ছাড়াই আমি ছলছল–
এঁকেবেঁকে পৌঁছে যাব ঠিকই।
জলেরও প্রয়োজন নেই আমাকে।

এভাবেই ফিরে এলাম
মেঘ, বৃষ্টি, রোদ আর ঝড়ের কাছ থেকে।
BANGLADARSHAN.COM
এদেরও প্রয়োজন নেই আমাকে।

আমার প্রয়োজন শেষ হয়েছে
তোমার কাছে।
তুমিও বললে চলে যেতে।
চলে যাব।
চলে যাব দুপুরবেলার স্বপ্নে।
ফিরব না আর কোনও সন্ধ্যায়।
ফিরব না সুন্দরী রাতে।
দুপুরবেলার স্বপ্নে হারিয়ে যাব–
তোমাদের প্রয়োজনহীনতার স্রোতে।

তৃষ্ণা

জীবন জটিলতায় পাক খেতে খেতে
এসে পড়েছি গোলকধাঁধার ঠিক মাঝখানে।
বেরিয়ে আসার রাস্তা আর মনে নেই।
জীবনের বাকিটা অধ্যায় হয়তো
এই ভুলভুলাইয়াতেই কেটে যাবে।
রুক্ষ মরুভূমির জীবনে,
একফোঁটা জলের ভীষণ প্রয়োজন।
চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকি
আকাশের দিকে।
কিন্তু বৃষ্টি নামে না
ভিজিয়ে দেয় না আমার সারা শরীর।
চুল থেকে ঝরে পড়ে না
ফোঁটা ফোঁটা জল।
গোলকধাঁধার মাঝে আমি অসহায়।
অসহায় তোমার মতো।
অসহায় তোমাদের মতো।
রাতের অন্ধকারে–
আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে
রাত ভোর হয়।
তবু আশা থাকে–
ভোররাতে যদি নামে
এক পশলা বৃষ্টি।

BANGLADARSHAN.COM

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা   আমার কাদায় ভরা পথে,
স্বাধীনতা   আমার চলন্ত জীবন রথে।
স্বাধীনতা   আমার হোঁচট খাওয়া চলায়,
স্বাধীনতা   আমার কবির কবিতা বলায়।
স্বাধীনতা   আমার শরৎ রাখালি বাঁশিতে,
স্বাধীনতা   আমার 'মোনালিসা'র মিষ্টি হাসিতে।
স্বাধীনতা   আমার শ্রাবণ আষাঢ় বৃষ্টি,
স্বাধীনতা   আমার নূতন যুগের সৃষ্টি।
স্বাধীনতা   আমার দেশের ভালোবাসায়,
স্বাধীনতা   আমার জীবন গড়ার আশায়।

BANGLADARSHAN.COM

সুখ পাখি

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে–
　　সুখ পাখিটার পায়ে শেকল পরিয়ে দিই,
ছেঁটে ফেলি ওর চঞ্চল ডানা দুটো।
আবার কখনও ভাবি–
　　সুখ পাখিটাকে উড়িয়ে দিই
আমার ভুবনডাঙা আকাশে।
ও উড়ে বেড়াক ডানা মেলে–
　　ওর ইচ্ছেমতো।
কিন্তু তা হয় না।
আসলে তা হবার নয়।
সুখ তো পরিযায়ী পাখি;
　　সুখ আসে সুখের সময়ে।
আবার চলে যায় নিঃশব্দে।
　　আসলে সারাজীবন জুড়ে–
এই সুখেরই তো অনুসন্ধান!

BANGLADARSHAN.COM

সেদিন চৈত্রমাস

নীল চাঁদোয়ায় মুখ ঢেকেছে চাঁদ।
বাঁশের বনে এ কোন হাতছানি?
বিশ্বজুড়ে ছড়ানো রূপের ফাঁদ–
পাতায় পাতায় চলছে কানাকানি।
রূপের হাটে মন মজেছে, সমূহ সর্বনাশ–
সেদিন চৈত্রমাস।

সর্বনাশা এ ডাক যেই, শুনেছে সেই মেয়ে–
যমুনার কূলে এসেছে সে
দু'কূল ভাসিয়ে দিয়ে।
কিন্তু ওরে অবুঝ মেয়ে
এ ডাক মরণ পাশ–
সেদিন চৈত্রমাস।

BANGLADARSHAN.COM

ছেড়ে গেছে সখা, ফেলে রেখে বাঁশি,
দেয় নাই দাম, তিন কূল নাশি।
তবুও মেয়ে থাকে কান পেতে,
যদি বাজে বাঁশি গহন রাতে।
এত ভালোবেসে মেটে নাই আশ,
সেদিন চৈত্রমাস।

আয় বৃষ্টি, যা বৃষ্টি

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে–
এত ধান কোথায় পাব?
        কীসেই বা ধান মাপি?
চাষির হাত মাথায় এখন
        বন্ধ লক্ষ্মীর ঝাঁপি।

BANGLADARSHAN.COM

‘পথ চাওয়াতে আনন্দ’

পথ চেয়ে বসে ছিলাম আসবে তুমি বলে
বুঝিনি তো এ পথ দিয়ে কখন গেলে চলে।
সাজিয়েছিলেম তোমার তরে সুন্দরের ডালা
গেঁথেছিলাম বকুল ফুলের ছোট্ট বরণমালা।
একদিন ভালোবেসে চেয়েছিলে যাকে
তাকালে না যাবার বেলা তার পিছুডাকে।
এলে না তুমি নতুনভাবে বসন্তের বেশে
হঠাৎ হাওয়া থামল যেন আমার সুখের দেশে।
কাঁদালে আজ আমায় তুমি বিদায়ব্যথা দিয়ে
হাসব আমি যে দিন তুমি আসবে প্রেম নিয়ে।
কালকেও থাকব আমি তোমারই পথ চেয়ে
আসবে তুমি ফাগুন দিনে আবিরের গান গেয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্ন আমার

স্বপ্ন আমার নীল আকাশের মেঘের ভেলা,
স্বপ্ন আমার ধূসর চোখের দুপুরবেলা।
স্বপ্ন আমার খুঁজে পাওয়া হারানো ধন,
স্বপ্ন আমার হৃদয় ভাঙা আপনজন।
স্বপ্ন আমার ভালো লাগা এক কবিতা,
স্বপ্ন আমার ছেলেবেলার সই সবিতা।
স্বপ্ন আমার বৃষ্টিশেষের একফোঁটা জল,
স্বপ্ন আমার স্বপ্নের রঙে হয় পাগল।
স্বপ্ন আমার আশায় ভরা এক পৃথিবী,
স্বপ্ন আমার স্বপনলোকের হারানো চাবি।
স্বপ্ন আমার ভাঙা ঘরের ছেঁড়া কাঁথা,
স্বপ্ন আমার মায়ের আঁচল হলুদ মাখা।
স্বপ্ন আমার আমারই রূপ আমারই বেশ,
স্বপ্ন আমার স্বপ্ন তুমি হোয়ো না শেষ।

BANGLADARSHAN.COM

উজানিয়া

নদী, এখন তুমি কেমন আছ?
কৈশোর স্বপ্নের ছন্দের চলনে,
কুলুকুলু শব্দের সুরেলা আমেজে–
তুমি কেমন আছ?
নগর সভ্যতার দূষিত বাতাস,
(আর) জন্মসূত্রের টানাপোড়েনে তুমি ছন্দবিহীন।
উপলের আঘাতে ছলছল অঙ্গে
তুমি প্রেয়সী হয়েছ আমার।
বালুকারাশির চুম্বনে তুমি আলালি।
তবু প্রকৃতির কোলে আর কতদিন ঘুমোবে তুমি?
একবার জাগো–এবার জাগো।
নীল আকাশের নীচে এসে দাঁড়াও।
আগুন ধরা মন নিয়ে–
হেঁটে চলা বাতাসিকে শান্ত করো।
নিরন্তর দূষিত হওয়া মানুষগুলোকে
ভিজিয়ে যাও–
তোমার প্রচ্ছন্ন টানে ভাসিয়ে নিয়ে চলো
উজানির স্রোতে–
ভাসিয়ে নিয়ে চলো গানের ভেলায়–
ভাসিয়ে নিয়ে চলো মরা গাঙের জোয়ারে...
দূরে ভাসতে...ভাসতে...
ভেসেই থাকব তোমার বুকে।
নদী, তুমি এখন ভালো আছ তো?

BANGLADARSHAN.COM

আমি যেমন

ভয়টি পেলে প্রাণটি আমার করতে থাকে ধুকপুক,
দুঃখ হলে জানি আবার আসবে ফিরে ঠিক সুখ।
রাগের কথা বলছ যখন, তাতেও তো বাদ যাই না,
সব অপরাধ সইতে পারি মিছে কথা সই না।
আছে দুঃখ, রাগ, ভয়, থাকবে তবু আনন্দ,
এই নিয়েই চলছে জীবন এগিয়ে চলার ছন্দ।
আনন্দেতে গাই গান, কান্না ভুলে হাসা–
হাসিই আমার শেষ কথা, তাই নামটি মোনালিসা।

BANGLADARSHAN.COM

...এরপর চাঁদ উঠল

পথঘাট ঘুটঘুটে অন্ধকার।
অন্ধকার বাঁশবন।
(হয়তো) বৃষ্টি নামবে অঝোরে।
আলোকে হারিয়ে দিয়ে
অন্ধকার জিতে নিয়েছে আজ–
          সমগ্র জগৎ।
থমথমে রাত্রিতে বারান্দায়
                    আমি একা।
রাতপরিদের অপেক্ষায়
          আমি তন্দ্রাবিহীন।
পরিরা এসে গাইবে
          বর্তমানের গান।
বুনবে ভবিষ্যতের স্বপ্ন।
বলবে অতীতের গল্প।
তাদের অপেক্ষায় আমি একা
          এক থমথমে রাত্রিতে।
ঘড়ির কাঁটা বয়ে চলে।
রাত যখন বারোটা–
সমস্ত মেঘ সরে গেল।
অন্ধকারকে পেছনে ফেলে
রাতপরিরা আমার সামনে...
          ...এরপর চাঁদ উঠল।

BANGLADARSHAN.COM

লাভ লোকসান

ফেরিওয়ালা ফেরি করে সুখ।
তার ঝুলিতে আনন্দও আছে।
বাই টু গেট ওয়ান
সুখ আর আনন্দকে কিনতে পারলে
দুঃখটা একদম ফ্রি।
দুঃখের পৃথিবীতে এটাই লাভ

ফেরিওয়ালা ফেরি করে হাসি
তার ঝুলিতে উল্লাসও আছে।
বাই টু গেট ওয়ান
হাসি আর উল্লাসকে কিনতে পারলে
কান্নাটা একদম ফ্রি।
যুদ্ধের পৃথিবীতে এটাই লাভ।

BANGLADARSHAN.COM

ফেরিওয়ালা ফেরি করে জীবন।
তার ঝুলিতে ভালোবাসাও আছে।
বাই টু গেট ওয়ান
জীবন আর ভালোবাসাকে কিনতে পারলে
মৃত্যুটা একদম ফ্রি।
হিংসার পৃথিবীতে এটাই বা কম কীসের?

পুড়ছি

তুমি আমি পুড়ে ছাই ছাই–
এ পোড়ার নেই অন্ত।
রাজনীতি আছে রাজনীতিতেই
ছাইচাপা তদন্ত।

BANGLADARSHAN.COM

যে মেয়ে গেছে চলে

ওই দূরে যায় যে দেখা তাল গাছের সারি,
ওখানেতে আছে সেই ছোট্ট মেয়ের বাড়ি।
রোজ সকালে শিশির ভেজা শিউলিতলায় আসে–
দুরন্ত এক ফড়িং তখন ওড়ে ঘাসে ঘাসে।
মিষ্টি হাওয়ার দোলা লাগে কাশের বনে বনে,
খুশির তুফান ওঠে তখন ছোট্ট মেয়ের মনে।
শিউলি হাসে, মেয়েটি হাসে–হাসে সকালবেলা
মেঘের সাথে সোনালি রোদের লুকোচুরি খেলা।
শরৎ মেঘে দেখে সবাই দুর্গা মায়ের মুখ–
হঠাৎ তখন নেমে আসে এক পৃথিবী সুখ।
এমনি করে ছোট্ট মেয়ের কাটে সকাল রোজ–
একদিন কী হল জানো?–পড়ল মেয়ের খোঁজ।
তিনটে দিন পার করে মা ফিরবে কৈলাস পানে,
দশমীর বিদায়ব্যথা জাগায় প্রাণের গানে।
বিদায়সুরে কাটল সকাল, কাটল সকল বেলা
শিউলিতলায় আজ হল না ছোট্ট মেয়ের খেলা।
সবাই যেন খেলা থামায় করে মেয়ের খোঁজ
'আজ কী হল?'–ভাবে তারা–খেলত যারা রোজ।
হঠাৎ তারা দেখে দূরে কারা যেন আসে
দশমীর এই বিদায়বেলা শোকের হাওয়ায় ভাসে।
ছোট্ট মেয়ে আজ চলেছে শুয়ে তাদের কাঁধে
ফিরবে না সে, তাই তো সবাই কষ্টে বুক বাঁধে।
ছোট্ট মেয়ে চলে যায়, তাই শিউলিতলা শূন্য
আজও তবু সবাই আছে ছোট্ট মেয়ের জন্য।
অপেক্ষায় আজও ওরা–মেয়েটি আসবে বলে–
জানে না হায়। আসবে না তো–যে মেয়ে গেছে চলে।

BANGLADARSHAN.COM

ফুল থেকে কবিতা

ফুলে ফুলে খেলতে খেলতে
মৌমাছি, তোমায় দিলাম মধু।

সুরে সুরে গাইতে গাইতে
বৃষ্টি, তোমায় দিলাম গান।

মেঘে মেঘে ভাসতে ভাসতে
কবি, তোমায় দিলাম স্বপ্ন।

তীরে তীরে ভিড়তে ভিড়তে
জীবন, তোমায় দিলাম কূল।

কথায় কথা সাজাতে সাজাতে
বন্ধু, তোমায় দিলাম এই কবিতা।

BANGLADARSHAN.COM

অতিথি

আমার এখন ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই–
সঙ্গে নেই চোখে ঘুমও,
আমার আঁধার ঘরে কেউ এসেছে আজ।
অনুভব করলাম তখন,
যখন রাত্রি ঝরিয়েছিল–
তার মধু মোম, আর আকাশে উঠেছিল
বাঁকা চাঁদ।
একসময় আমি ছিলাম পাতার মতো একা,
খুলে যাবার আর ভুলে যাবার বন্ধনে
জড়ানো ছিলাম আমি।
আমার আঁধার ঘরে কেউ এসেছে আজ।
সূর্যাস্ত থেকে সে আমাকে এনেছে–
এনেছে পাতা ঝরার পৃথিবীতে।
কখনও কখনও এই পৃথিবীতেই ভেসে যায় কবি–
ভেসে যায় শিল্পীর রং, তুলি।
তবু পৃথিবীর গাছে গাছে, বনে বনে
আকাশে, বাতাসে, মনে, গোপনে
সুর বেজে যায় একটানা–কারণ,
আমার আঁধার ঘরে কেউ এসেছে আজ।

BANGLADARSHAN.COM

প্রভু তোমার লাগি...

প্রভু, তোমার লাগি একলা জাগি
সকল দিবস রাত্রি,
প্রদীপ জ্বালিয়ে যে পথ দেখাব
হব সে পথের যাত্রী।
মৃত্যুকে মোর করব সাথি
গাঁথব দুখের মালা,
কলঙ্কভার লইব মাথায়
বুঝব প্রেমের জ্বালা।
ওপার হতে ডাকবে আমায়
মানবজীবন শেষে,
ঘরের বাঁধন ভুলব তখন
যাব অচিন দেশে।
তোমার গরবে জীবন ধন্য
তুমিই জীবন সার,
তুমি ছাড়া আমিই শূন্য
রইবে কি বা আর।
তুমিই জীবন তুমিই মরণ
তুমিই আমার মান,
জীবন শেষে গাইব আবার
ভালোবাসার গান।

BANGLADARSHAN.COM

চিত্ররেখা

চেষ্টা করেছি অনেক
দু'লাইন লিখব বলে।
কিন্তু হাত সরে না।
এতদিনের ভুল বোঝাগুলি
আমার কলমের চারপাশে ভিড় করে।
আজ যে সত্যিটাকে অনুভবে পেলাম
তাকে তোমায় ফিরিয়ে দেব বলে
সারাদিন শুধু প্রহর গুনেছি।
সমস্ত যন্ত্রণার অশ্রুবিন্দুগুলো
ভিজিয়ে দিয়েছে মনের শুষ্ক মাটিটাকে।
দীপ নেভা রাতে তোমার গোপন পদচারণা
আমার নিঃসঙ্গ মেঠো পথে এঁকে গেল
ভালোবাসার ছোট ছোট সুখস্মৃতিগুলোকে।

BANGLADARSHAN.COM

বসন্ত

রাঙিয়ে আকাশ দখিনা বাতাস
এল তোমার বুকে,
খুশির গানে মাতাল তানে
ফাগুন দিনের সুখে।
সুখের দোলায় ছন্দ ভোলায়
আকুল করে প্রাণ,
আবির খেলায় রঙের মেলায়
শিমুল ধরে গান।
বসন্ত তার দক্ষিণ দ্বার
দিয়েছে আজ খুলে,
আগুন লাগে স্বপন জাগে
পলাশ ফুলে ফুলে।

BANGLADARSHAN.COM

লুকোচুরি

সোঁদা মাটির গন্ধ মেখে
বৃষ্টি আজ দুপুরে এসেছিল,
আমার সাথে খেলবে বলে;
পুতুল খেলা নয়।
গান বাঁধার খেলা।
নবীন মেঘের সুরে
আজ গান বেঁধেছি অনেক।
গান গেয়েছি, মালা গেঁথেছি।
ঝরা বকুলের মালা।
খেলা থামেনি এখনও।
এখন খেলছি লুকোচুরি।
রাতের অন্ধকারে বৃষ্টি হারিয়ে গেছে।
খুঁজে চলেছি তাকে।
যে বৃষ্টির গায়ে সোঁদা মাটির গন্ধ,
যে বৃষ্টির গলায় বকুল ফুলের মালা।
আমি তাকে খুঁজব সারাটা রাত।
তারাদের সঙ্গে নিয়ে,
রাতের অন্ধকারে তাকে খুঁজব।
আবার নতুন করে দেখব
রাত চাঁদোয়ার নীচে–
হবু ভোরের আলোয়–
দুপুরবেলার সেই চঞ্চল বৃষ্টিকে।

BANGLADARSHAN.COM

হৃদয়ে এল বান

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান–
ছেলেবেলার খেলার শেষে কিশোর জলে স্নান।
কাগজের নৌকা ভাসা, পুতুল খেলার দেশ
কানামাছি, লুকোচুরি খেলার দিন শেষ।
কিশোর দিনের প্রথম পদ্য, প্রথম লেখা গান–
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর হৃদয়ে এল বান।

এখনও তো বৃষ্টি পড়ে হৃদয় বৃন্দাবনে
এখনও তো বৃষ্টি পড়ে শ্রীরাধিকার মনে।
বৃষ্টি পড়ে কালিন্দীতে, ভেজে কদমতলা
বনমালির বক্ষ জুড়ে দোলে বনমালা।
কালো মেঘের শ্রাবণ দিনে দারুণ রাধার মান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর হৃদয়ে এল বান।

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টি পড়ে রঙিন ছাতায়, বৃষ্টি পড়ে ছাদে
এলোমেলো বাদল দিনে মেঘবালিকা কাঁদে।
এখনও তো হাতছানি দেয় বর্ষার সেই গান,–
‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান...’
‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান...’

অদ্ভুত সেই লোকটা

ক্লান্ত সন্ধ্যায় দরজায় সে কড়া নেড়েছিল;
দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকল সেই লোকটি।
লোকটি বেশিক্ষণ ছিল না আমার ঘরে।
অল্প সময়েই সে বলেছিল না ফুরানো কথা।
বলেছিল, জীবনের আরেক নাম এগিয়ে যাওয়া।
স্বপ্নের আরেক নাম বন্ধ চোখের পাতায়
ভবিষ্যতের গল্প বোনা।
মৃত্যুর আরেক নাম জীবনের শুরু।
কিন্তু এতগুলো কথা বলল কেন?
এর উত্তর আজও পাইনি।
অদ্ভুত সেই লোকটা সেই যে গেল...

আজকেও এই সন্ধ্যায় আমি তার পথ চেয়ে।
সে হয়তো একদিন আসবে–
আমার এগিয়ে চলার পথে।
হয়তো ওর সঙ্গে দেখা হবে
ভবিষ্যতের গল্প বোনায়।
হয়তো কথা হবে আবার কোনও জীবনের শুরুতে।
তবু অদ্ভুত সেই লোকটা চিরটা কাল থেকে যাবে
আমার এই কবিতার পাতায়।

BANGLADARSHAN.COM

রূপকথা

তোর সরল মনের আনাচে কানাচে
নানা রং, নানা আলোর ঝলকানি।
তোর ছোট ছোট হাতের আদর–
আধো আধো কথায়, পার হয়ে যায়
আমার নিস্তরঙ্গ চৈতালি দুপুর।
এত কথা, এত চেনাশোনা, এত স্বপ্ন–
তোকে দেখলে মিনির কথা মনে পড়ে।
জানি না হঠাৎ কখন তলিয়ে যাব
তোর বিস্মৃতির অতল গভীরে।
ঝুলিতে পড়ে থাকা বাদাম, আখরোট,
পেস্তার মতো, খসখস করবে
তোর আমার বেঁচে থাকার শব্দগুলো।
সেই শব্দ রূপ নেবে কথায়,
হবে রূপকথা–রূপকথা তোর,
আমার আর ‘কাবুলিওয়ালা’র।

BANGLADARSHAN.COM

নামহীন একটি কবিতা

ক্ষমাহীন ক্লান্তি শবটার চারপাশে
ভনভন করে মাছির মতো।
ক্ষমার অযোগ্য এই মৃত মানুষটি,
একসময় বাঁচতে চেয়েছিল।
চূড়ান্ত মৃত্যুপরোয়ানা
ছিনিয়ে নিয়ে যায় সেই চাওয়াটাকে।
অবশ্য শেষমেশ তার আর বাঁচা হয়নি।
নিরাপত্তার ঘেরাটোপে পুড়ে ছাই হয়
ওই 'বেওয়ারিশ লাশটা।'

BANGLADARSHAN.COM

মৃত স্মৃতিটি

পাহাড় থেমে নামার সময়
　　পাইন গাছকে কথা দিয়েছিল স্বচ্ছতোয়া।
বলেছিল–‘ফিরবই আমি।’
পাহাড়ের গায়ে এঁকেবেঁকে,
　　একটু থেমে থেমে–
বেশ এগোচ্ছিল সে।
মাথায় গোঁজা সেই পাইনের একটি পাতা।

স্বচ্ছতোয়া, একটি শান্ত নদী।
সে পাহাড়েই থেমে থাকেনি;
তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে–
পেছনে ফেলে গেছে
　　ছোট ছোট গ্রাম,
ছোট ছোট নুড়িপাথর,
ছোট ছোট সুখ-দুঃখ।

BANGLADARSHAN.COM

স্বচ্ছতোয়া, ভোলেনি–
　　সেই পাইন গাছকে।
না, তার আর ফেরা হয়নি
　　সেই পাইন গাছের কাছে।
স্বচ্ছতোয়া এখন মিশে গেছে
　　গভীর, অতল সমুদ্রে।
সমুদ্র হাতড়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না
স্বচ্ছতোয়ার এক একটা স্মৃতি।
শান্ত স্বচ্ছতোয়া হারিয়ে গেছে
　　চঞ্চল সমুদ্রের বুকে।
সমুদ্রের ঢেউ আসে–
　　আবার ফিরে যায়।
ফিরে যাবার সময় রেখে যায়–

স্বচ্ছতোয়ার ভালোবাসার শেষ স্মৃতি–
সেই পাইন পাতা।
পড়ে থাকে নির্জন সমুদ্রতীরে–
হারিয়ে যাওয়া স্বচ্ছতোয়ার
মরে যাওয়া স্মৃতিগুলোর মতো।

BANGLADARSHAN.COM

আমি, তুমি ও সে

এদের জন্ম হয়, এরা বাঁচে।
কখনও বাঁচার তাগিদকে পেছনে ফেলে,
মরিয়া হয় মরার আশায়।
তবু নিঃসঙ্গতা থেকেই যায়।
নৈঃশব্দ্যের কবি এসে কপালে লিখে যায়–
অপ্রকাশিত দীর্ঘ কবিতা।
বোবা শিল্পীরা এঁকে যায়
এলোমেলো স্বপ্নের ছবি।
এরা মিশে একাকার হয়...
ঝড় ওঠে, ঝড় থামে।
তবু নিঃসঙ্গতা থেকেই যায়–
তার পাশে বসে থাকি জীবনভর,
আমি, তুমি ও সে।

BANGLADARSHAN.COM

জলহাওয়ার খবর

শিকড় আঁকড়ে পড়ে থাকার
কোনও দায় নেই তোর
ঘরে ফেরার পিছুটান–
প্রিয় মানুষগুলোর স্পর্শ–
কোনও কিছুই তেমন
নাড়া দেয় না তোকে।

তবে হঠাৎ একদিন, নিঝুম দুপুরে
তোর চোখে দেখলাম–
টুপটাপ বৃষ্টি।
তবে কি তোর বুকের মাঝেও
মেঘ জমেছে?

BANGLADARSHAN.COM

আবহাওয়া দপ্তরের খবর...
আজ আকাশ পরিষ্কার
তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে দু'ডিগ্রি বেশি

সুখের লাগিয়া

সুখের লাগিয়া জীবনপথিক
আপন করেছে পথ,
সুখ খুঁজে ফিরে ক্লান্ত বীরের
থামবে বিজয়রথ।
সুখের লাগিয়া অসুখকে আজ
উপড়ে ফেলে দিতে–
মনের বাগানে বাসন্তী ফুল
ফুটছে দারুণ শীতে।
সুখের লাগিয়া যমুনা বিপিনে
বাজছে মোহনবাঁশি,
সাধ করে তাই বিনোদিনী পরে
গলায় প্রেমের ফাঁসি।
সুখের লাগিয়া শিশুর মুখে
মায়ের স্নেহের চুম–
স্বপনসুখে নীল জ্যোৎস্নায়
রাতপরিদের ঘুম।
সুখের লাগিয়া কবি-বনলতা
বসেছে মুখোমুখি–
তুমি আর আমি দোঁহে আজ মোরা
দোঁহার সুখেতে সুখী।

BANGLADARSHAN.COM

শুভ নববর্ষ

সময়ের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায়
বছর থেকে আরেকটা বছরে।
চৈত্র অবসানের বিকেলে–
বনসাই-এর ফাঁকে হারিয়ে যায়
পুরোনো বছরের লাল সূর্যটা।
রাত পোহালেই নতুন দিন।
বৈশাখ আসে নূতনের গান গেয়ে।
নতুন জামা, হালখাতা, আর
উপহার পাওয়া রবীন্দ্র রচনাবলীর পাতায় পাতায়
লেগে থাকে নতুন বছরের উষ্ণ স্পর্শ।
নতুন জামা নয়, উপহার নয়,
চায়ের দোকানে এঁটো কাপ ধুচ্ছে
যে ছেলেটা–
পয়লা বৈশাখ তার কাছে–
অর্থহীন, বড্ড বেমানান আরেকটা দিন।
কেমন যেন এলোমেলো, অগোছালো
পেটে জ্বালা ধরা ক্ষুধার্ত দিনের
শুভারম্ভ।

BANGLADARSHAN.COM

বাঁচব বলেই

উড়ছে জীবন, ছুটছে জীবন,
পুড়ছে জীবনধূপ–
ছাই পড়েছে, পথ ভরেছে,
তোমরা কেন চুপ?
চুপ থাকাটাই দস্তুর যে
এতেই সুখী মন,
মন বোঝে না, কেউ খোঁজে না,
শোন রে ওরে শোন–
ঘুরছে জীবন, লড়ছে জীবন,
মরছে জীবন শেষে,
বাঁচার যারা বাঁচুক তারা,
বাঁচুক সুখে হেসে।
সুখে থাকা কাকে বলে?
এতই কি গো সোজা–
জীবন কখন পালটি খাবে
কিছুই যায় না বোঝা।
ঘুরছে জীবন, লড়ছে জীবন,
ছুটছে জীবন আজ
বাঁচব বলেই বেঁচে আছি
বেঁচে থাকাটাই কাজ।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নকুসুম

জরায়ুর মাটিতে দোল খায়
স্বপ্নকুসুম।
রক্তে, রসে রাঙিয়ে উঠে
বয়ে আনে উত্তরাধিকারের সুগন্ধ।
যত্নে লালিত স্বপ্নকুসুমের গায়ে
জমতে থাকে বিন্দু বিন্দু ইচ্ছেগুলো।

প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করে
জরায়ুফুলের ভিজে মাটি।

লাল, হলুদ, নীল, সাদা–
একটা একটা করে পাপড়ি ফোটে
স্বপ্নকুসুমের।

BANGLADARSHAN.COM

এত কাছে, তবু দূরে

এত কাছে তুমি–
        তবু ছোঁয়া যায় না।
এত দূরে তুমি–
        তবু ভোলা যায় না।

এত যন্ত্রণায় তুমি–
        তবু কষ্ট হয় না।
এত ভাবনায় তুমি–
        তবু চিন্তা যায় না।

এত কামনায় তুমি–
        তবু প্রেম হয় না।
এত বেঁচে থাকায় তুমি–
        তাই মরতে চাই না।

এত এত আমার তুমি
        তবু তোমায় পাই না।

BANGLADARSHAN.COM

ঘুড়ি ও লাটাই

আমি যখন ঘুড়ি হব,
তোমার হাতে লাটাই–
একসঙ্গে হাঁটব যখন
টান ধরল পা-টায়।
তোমার হাতে ঘুড়ির সুতো
ইচ্ছেমতো ওড়াও।
পাক খাচ্ছি নীল আকাশে
তোমার মতে ঘোরাও।
ভোকাট্টা হলেই বা কী
ক্ষতি নেই তো কিছু–
মোমবাতি বা চাঁদিয়ালের
ছুটব পিছু পিছু।
না, না, আমি তা বলিনি–
উলটো বোঝো কেন?
ওড়াও তুমি, ঘোরাও তুমি
বাঁচিয়ো তুমি যেন।

আমি জানি, তোমারই হাতের
একটি সুতোর টানে–
উলটে যাবে, পালটে যাবে
বেঁচে থাকার মানে।

BANGLADARSHAN.COM

মনের বৃন্দাবনে

জ্যোৎস্না ঝরে কুঞ্জবনে–
আলোর প্লাবন বৃন্দাবনে–
বাঁশির সুরে ভাসে আমার
শ্রীরাধিকার মন।
কখন তুই আসবি ওরে
বাঁধবি তাকে প্রেমের ডোরে;
ভুলবে জগৎ, ঘর-সংসার,
ছাড়বে ঘরের কোণ।
বাঁশির সুরে ভাসে আমার
শ্রীরাধিকার মন।

শরীরটা তো তিল তুলসীর
সঙ্গে হল দান।
ছাড়িস যদি এই জীবনে
জমবে অভিমান।
দানের শরীর ভাসবে তবে
কালো জলেই ভেসে যাবে–
অন্য কোনও নদীঘাটে
নোঙর করিস যদি–
সাক্ষী থাকুক এই যমুনা,
কুঞ্জে দেখা আর হবে না,
ব্রজ ছেড়ে দ্বারকাতে
হলি দ্বারকাপতি।

কালা আজও বাঁশি বাজায়,
রাধা আমার কুঞ্জ সাজায়,
বাঁশির সুরে ভাসে আমার
শ্রীরাধিকার মন।
আজও তবে প্রেম যমুনায়,
ঢেউ ওঠে আর ঢেউ ভেঙে যায়,

BANGLADARSHAN.COM

মনের মাঝে সাজে আবার
দোলের বৃন্দাবন।
বাঁশির সুরে আজও ভাসে
শ্রীরাধিকার মন।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM